ধারাবাহিক উপন্যাস

(পর্ব ৭, ৮ ও ৯)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-৭-

চুমকি ভাবতে পারেনি, রুমকি এত সহজে রাজী হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই নীতুর ফোন। গুড নিউজ, ভাইয়া রাজী হয়েছে, আমাদেরকে পিজ্জা খাওয়াবে। ভাইয়াতো দুপুরের পরে কুমিল্লা যাচ্ছে। তাই দুপুরের আগেই যেতে হবে পিজ্জা হাটে। কি আর করা। অতসীর গায়ে হলুদের শাড়ী কিনে সোজা পিজ্জা হাটে চলে যাব। কি বলিস?

আমি আর কি বলবো। তুই পিজ্জা খাবি তোর ভাইকে নিয়ে। আমার কি বলার আছে?

আমার কি বলার আছে, মানে? তোরাও ইনক্লুডেড। আপাকেও নিয়ে আসিস, অবশ্যই।

আপাকে তো চিনিস। কোথাও যেতে না চাইলে জোর করে নেয়া অসম্ভব। তবুও বলবো। দেখি।

শুন, দেরী করিসনা। আপা আসবে কিনা জানাস। দশটার মধ্যে আমাদের বাসায় চলে আসবি। ভাইয়া দু টার কৌচে বুকিং দিয়েছে। এলে বাকী কথা হবে, এখন রাখি।

ফোন ছেড়ে নিজেদের রুমে এসে দেখে, রুমকি তখনো শুয়ে আছে। অবাক হয় চুমকি। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস আপার। আজ ব্যাতিক্রম। হয়তো পরীক্ষার ঝামেলাটা গেছে বলে একটু রিলাক্স করছে। চুমকি বুঝতে পারেনা, রুমকি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে।

আপা। খুব আস্তে আস্তে ডাকে চুমকি।

কি রে? নরম গলায় উত্তর দেয় রুমকি।

আপু, নীতুটা একটা পাগল। সে যাবে ওর ভাইয়ার সাথে পিজ্জা খেতে। আমাকেও নিয়ে যেতে চায়। মাথা চুলকে বলে চুমকি।

বেশ তো যাবি।

কিন্তু ও তো তোকেও অবশ্যই নিয়ে যেতে বলেছে।

মুচকি হাসে রুমকি। কি আর করা। তোর প্রিয় বান্ধবী যখন এতই ধরেছে, তাকে তো আর নিরাশ করতে পারিনা। ঠিক আছে বাবা, যাবো।

আপু, ইউ আর গ্রেট। রুমকিকে জড়িয়ে ধরে চুমকি।

আরে, ছাড় ছাড়। মেরে ফেললিতো।

রুমকিকে ছেড়ে ফোনের দিকে ছুটে যায় চুমকি।

হ্যালো, হ্যালো। ওপাশ থেকে একটা পুরুষ কন্ঠ ভেসে আসে। চুমকি নীতুর গলা আশা করছিল। সেই সবসময় ফোন ধরে। ইমনের কথা ঠিক ওই মুহুর্তে ওর মনে ছিলনা। রং নাম্বার ভেবে ফোনটা প্রায় রেখে দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই, কে চুমকি? বলে কে একজন কথা বলে উঠল ও প্রান্ত থেকে।

কেমন আছেন ইমন ভাইয়া। নিজকে সামলে নিল চুমকি তাড়াতাড়ি। আপনি কি করে আমার গলা চিনে ফেললেন?

নীতু বলেছিল, তুমি ফোন করবে, তাই আন্দাজ করলাম। আমি ভাল, তুমি? নীতু গোসল করছে। আধ ঘন্টার আগে ওকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কি বলার আমাকে বলে ফেল ঝটপট। ও হ্যাঁ, পিজ্জা হাটে আসছ তো?

আসছি।

তোমার আপা?

মনে হয়না। পিজ্জা টিজ্জা আপার পছন্দ না। মাথার মধ্যে দুষ্টামিটা চাড়া দিয়ে উঠে চুমকির।

তোমার আপার কি পছন্দ? না হলে, সেখানে যাব। করুন শুনায় ইমনের গলা।

ইমন ভাইয়া, এক পলকের একটু দেখাতেই এই অবস্থা? একটু দুষ্টামি করলাম আপনার সাথে। ঘাবড়াবেন না। আপা পিজ্জা বেশ পছন্দ করে এবং আপাও আসছে।

না না। আমতা আমতা করে ইমন। নীতু বলছিল, তোমার আপা না এলে সে যাবে না। তাই।

ঠিক আছে। নীতুকে বলবেন, শাড়ী কেনার সময় আজ আর হবেনা। আপনারা বারটার মধ্যে সোজা পিজ্জা হাটেই চলে আসেন। আমরাও সোজা ওখানে যাবো। বলে ফোন রেখে দেয় চুমকি।

- ৮ -

পিজ্জা হাটের এক কোনে একটা টেবিলে সামনা সামনি বসে আছে ইমন আর রুমকি। নীতু আর চুমকি গেছে অর্ডার দিতে। ঘর ভর্তি লোক। এয়ার কন্ডিশনার চলছে। তবুও রুমকির গরম লাগছে। এমনিতে হালকা ম্যাকআপ পরে সে। আজ মনে হয় নিজের অজান্তে একটু বেশী হয়ে

গেছে। ওর বার বার মনে হচ্ছে, গরমে বোধহয় ম্যাকআপ উঠে আসছে ঘামের সাথে। একটা চাপা অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে সে।

ইমন কাল রাত থেকে ঠিক করে রেখেছিল, আবার রুমকির সাথে দেখা হলে কি জিজ্ঞেস করবে সে। কিন্তু এখন ওর কিছুই মনে পড়ছে না।

কেমন গরম পড়েছে দেখুন। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে। অগত্যা আবহাওয়া দিয়েই কথা শুরু করে ইমন।

হুঁ, বেশ গরম। সংক্ষিপ্ত উত্তর রুমকির।

আবার দুজন চুপচাপ বসে। একটু পর নীতু আর চুমকি এসে হাজির, নীতুর হাতে ট্রেতে চারটে কোকের গ্লাস।

ওদের দেখে উঠে পড়ে রুমকি; এতক্ষন বোধ হয় ভদ্রতা করে উঠতে পারছিলনা। সে প্রশাধন কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়।

তোমার আপা কি কম কথা বলে? চুমকির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় ইমন।

নো স্যার। আমি আর আপা, দুজনেই জলস্রোত। তবে আপার মুখে স্লুইজ গেট আছে, আমারটায় নেই। স্লুইজ গেটটা আবার অন্য কাউকে খুলে দিতে হয়। হাসতে হাসতে বলে চুমকি। তা আপনার প্রোগ্রাম কি?

কি আর? বিকালে কুমিল্লা পৌছাচ্ছি। দেখি, আমার এক পুরোনো বন্ধু কে খুঁজে পাই কি না। পেলে, ওকে নিয়ে শহরটা একবার ঘুরে বেড়াব। রাতে ওর সাথে কিংবা বন বিভাগের রেষ্টহাউসে থাকার কথা। তোমরা কখন কুমিল্লা যাচ্ছ আগামীকাল?

আমরা সকালে রওয়ানা দেব। আশা করি, নটার আগেই পৌঁছে যাব। উত্তর দেয় চুমকি।

রুমকি প্রশাধন কক্ষ থেকে ফিরে এসে ইমনের মুখোমুখি বসেছে আবার। নীতু উঠে গেল খাবার আনতে। ওদের নাম্বার ডাক পড়েছে।

তা হলে, তোমাদের সাথেও দেখা করে আসব, ধর দশ এগারটার দিকে। তারপর ঢাকা রওয়ানা হব বাবার সাথে। ওনারও কাল কুমিল্লা আসার কথা। তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা ...?

ধর্মসাগরে মেজর সালামের বাড়ী সবাই চেনে। ধর্মসাগর মসজিদের পাশে। মেজর সালাম আমার চাচা। আমাদের একই বাড়ী। ধর্মসাগর পৌঁছে ওনার নাম বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

লিখে দেব? সপশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় চুমকি।

না না, মনে থাকবে। পিজ্জা তো বেশ ভালই বানায় এখানে। বলে ইমন। ভিড়ও বেশ।

আমরা একবার এসে ভিড়ের চোটে বসার যায়গাই পাইনি। বলে চুমকি।

নীতু, তুমিও চল তোমার ভাইয়ার সাথে। নীতুকে প্রস্তাব দেয় রুমকি।

না আপা, আপনিতো জানেন, অতসি আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। সব ছুটাছুটি আমাকেই করতে হচ্ছে। আপনিই বলুন, আমার কি যাওয়া সম্ভব?

ঠিক বলেছ। সায় দেয় রুমকি। তবে তোমাকে পেলে আমাদের ভাল লাগত।

আমারও ভাল লাগত। তবে, এত অল্প সময়ের জন্য গিয়ে আমার পোষাবেনা। যখন যাব, কয়েক দিন থেকে আসবো।

ঠিক বলেছিস। সায় দেয় চুমকি।

পিজ্জা হাট থেকে বেরিয়ে আবার হাটছে ওরা। ইমন আর চুমকি সামনে। ভীড়ে নীতু আর রুমকি একটু পেছনে পড়ে গেছে।

মনে হয় আমার যাওয়া দরকার এখন। মতিঝিল গিয়ে কৌচ ধরতে হবে। ইমন বলে। শেষে আবার কৌচ ফেল না করে বসি।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। রাস্তায় যা ভিড়। সায় দেয় চুমকি।

তোমার আপার মনের স্লুইজ গেটটা বোধ হয় আর খুলতে পারলাম না।

পারবেন সাহেব, পারবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলে।

যাক, ওকে বলো, আমার প্রিয় রং নীল ..

তাই নাকি? আপারও প্রিয় রং নীল।

ওকে বলো, ওর মুখ ফুটে কিছু বলতে হবেনা। কাল সকালে যখন আমি তোমাদের বাড়ী যাব, সে যেন একটা নীল শাড়ী পরে থাকে, কপালে নীল টিপ। তা হলেই আমি জানবো, আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে।

-৯-

কৌচে উঠে মনমরা হয়ে যায় ইমন। কি দরকার ছিল, এমন তাড়াহুড়া করে কুমিল্লা যাবার? মায়ের ইচ্ছা ছিল, এ দুটো দিন সে মায়ের কাছে থাকে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেঁসে গেছে সে। এক বার ভাবলো, নেমে যায়। আগামীবার লম্বা ছুটিতে এলে সবাইকে নিয়ে একসাথে যাবে। কিন্তু নিজের মনকে বোঝায় সে, একটা রাতই তো মোটে। তার উপর, চুমকিদের কথা দিয়েছে, ওদের বাড়ী যাবে।

মোবাইল বাজছে। শব্দটা যে ওর প্যান্টের পকেট থেকে আসছে, টের পেতে ইমনের কিছুটা সময় লাগল।

হ্যালো, মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে কানে লাগায় সে।

কিরে, এতক্ষন লাগল তোর জবাব দিতে? ঘুমাচ্ছিলি নাকি? নীতুর গলা। বাস ছেড়েছে?

হ্যাঁ, ছাড়ল একটু আগে। বোধহয় যাত্রাবাড়ী পার হচ্ছি।

তা হলে তো কুমিল্লা পৌঁছেই গেলি। আগে যাত্রাবাড়ী পার হতেই ঘন্টাখানেক সময় লাগত। এখন দেখেছিস, ফ্লাইওভার দিয়ে কেমন সাঁ সাঁ করে যাত্রাবাড়ী পার হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, মানুষের কষ্ট একটু কমলো।

শুন, গিয়েই ফোন করবি। মোবাইলের ব্যাটারী চার্জ করে দিয়েছি। দু দিন চলে যাবে। তবু দরকার হলে ফোনের দোকান থেকে চার্জ দিতে পারবি। ধর, মায়ের সাথে কথা বল।

ইমন, সাবধানে থাকিস বাবা। টাকা পয়সা সাথে নিয়েছিস কিছু? মনোয়ারা বেগমের গলা।

নীতু থাকতে ওসব কি আর ভুল হয় মা? সে সব গুছিয়ে দিয়েছে। চিন্তা করো না মা। থাকছি তো মাত্র এক রাত।

ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করিস। কুমিল্লা পৌঁছে ফোন করিস। রাখি।

কৌচ চলছে। একটু তন্দ্রা পেয়েছিল ইমনের। মোবাইলের শব্দে লাফিয়ে উঠল। ফোনটা কানে লাগাতেই ওপার থেকে বাবার গলা, হ্যালো।

হালো বাবা।

কিরে, কৌচ ছেড়েছে?

হ্যাঁ, বাবা। কুমিল্লা তো প্রায় চলেই এলাম। মেঘনা ব্রিজ পার হচ্ছি।

তা হলো তো আর দেরী নেই। শুন, বাস ষ্টপ থেকে একটা রিকসা নিয়ে বন বিভাগের রেষ্ট হাউজে চলে যাবি। আমি কেয়ার টেকার দবিরকে বলে রেখেছি। সে সব ব্যাবস্থা করে রাখবে।

ঠিক আছে বাবা।

আর শুন, রাতে বাইরে ঘুরাঘুরির দরকার নেই। যদিও, র‍্যাব আসার পর অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। তবুও, সাবধানের মার নেই।

ঠিক আছে বাবা।

কাল আমি যত সকালে পারি, পৌছাবার চেষ্টা করবো। কোন অসুবিধা হলে ফোন করিস, না হলে দবিরকে বলিস।

বলবো বাবা। তুমি শুধু শুধু চিন্তা করো না। রাখি বাবা।

আল্লা হাফেজ। বলে ফোন রেখে দেন তরিকুল আলম সাহেব।

কৌচ থেকে নেমে একটা রিকসা নিয়ে বন বিভাগের রেষ্ট হাউজে পৌছাল ইমন। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি বাদলার দিন বলে মনে হচ্ছে, সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে এলো। ঠান্ডা বাতাস বইছে। বোধ হয় বৃষ্টি আসছে।

দবির সাহেব ঘর খুলে দিলেন।

ভাইজান, চায়ের ব্যাবস্থা কইরা রাখছি। আপনে হাত মুখ ধুইয়া আসেন।

না, এখন চা খাবো না। একটু বাইরে যাবো। ইমন বললো।

রাতে কি খাইবেন।

রাতে? না, রাতে বোধ হয় খাওয়া হবে না।

কাঁধের ব্যাগটা রেখে, মাকে ফোন করে পৌঁছার সংবাদটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো ইমন। একটা রিকসা নিয়ে আমজাদরা যে পাড়ায় থাকতো, সে পাড়ায় এসে অবাক হয়ে যায় সে। কত পরিবর্তন হয়েছে গত নয়-দশ বছরে। আমজাদদের বাড়ীর আশেপাশের যায়গাটায় কিছু ফলের বাগান ছিল, কিছু খালি যায়গা ছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। চারি দিকে দালান কোঠা,

দোকান পাট, লোকজন গিজ গিজ করছে। সে কি ঠিক যায়গায় এসেছে? নিজকেই প্রশ্ন করে সে। আমজাদদের বাড়ীটাই খুঁজে পাচ্ছেনা, আমজাদকে পাবে কি করে? ভীষন নিরাশ হয়ে পড়ে সে।

ভাই, আপনি আমজাদ বলে কাউকে চিনেন? একটা পানের দোকানে জিজ্ঞেস করে ইমন।

কোন আমজাদ? দোকানী পাল্টা প্রশ্ন করে। ডাক্তার আমজাদ, না উকিল আমজাদ?

মুশকিলে পড়ে যায় ইমন। এ পাড়াতেই বাড়ী ছিল। আমার মত বয়স। উত্তর দেয় সে।

দোকানী মাথা চুলকায়। উকিল আমজাদ এ পাড়ার আদি বাসিন্দা। তবে উনি আপনার বয়সী না। ওনার বয়স অনেক। আর ডাক্তার আমজাদ এখানে চেম্বারে বসেন। এখানে থাকেন না।

দু চার জন লোক বসেছিল দোকানের বেঞ্চে। আরেক আমজাদ আছে। রাজমিস্তিরি। তাদের একজন বলে।

হের বয়সও চল্লিশের উপর। আরেকজন যোগ দেয়।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। প্রায় হাল ছেড়ে দেয় ইমন। নিজের উপর ভীষন রাগ হয় ওর, বোকার মত কাজটা করার জন্য। কি করবে এখন সে একা। একটা সিনেমা দেখে সময় কাটানো যায়। মনে মনে তাই সিদ্ধান্ত নেয় সে।

পিন্টুর ভালা নাম ত আমজাদ। এক জন বলে উঠে।

সাথে সাথে ইমনের মনে পড়ে যায়, আমজাদের ডাক নাম ছিল পিন্টু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পিন্টু। ওকেই খুঁজছি। ওদের বাড়ী কোনটা?

লোকগুলোর চোখে অবাক হওয়ার অভিব্যাক্তি চোখে পড়েনা ইমনের।

এই চিপা গলি দিয়া চইলা যান। সামনে একটা নারকেল গাছ দেখবেন। তার সাথে লাগানো টিনের ঘরটা অইলো পিন্টুগো ঘর।

পকেটের মোবাইলটা বাজছে। কানে লাগাতেই বাবার গলা।

কিরে পৌঁছেছিস ঠিক মত? ফোন করলি না তো।

সরি বাবা। একটু আগেই পৌঁছালাম। ঠিক মতই পৌঁছেছি। এক বন্ধুকে খুঁজছি।

রাতে ঘুরাঘুরি করিস না। সাবধানে থাকিস।

ঠিক আছে বাবা। পরে ফোন করব। বলে কথা শেষ করে ইমন।

কথা বলতে বলতে দালান গুলোর পেছনের চিপা গলি দিয়ে নারকেল গাছের কাছে চলে আসে ইমন। একটু নীচু যায়গা। কচুরীপানা ভর্তি একটা ডোবার পাশে টিনের ঘর। ঘরটা দেখেই চিনতে পারে সে। কতবার এসেছে সে এই বাড়ীতে। তখন ওদের নতুন বানানো বসত ঘরটা ছিল চকচকে টিনের। পাশে কোন ডোবা ছিল না, ছিল ফুলের বাগান। সে চাকচিক্য আজ কালের গ্রাশে হারিয়ে গেছে। মনে হয়, ঘরটার ঠিক মত রক্ষনাবেক্ষন হচ্ছেনা বহুদিন ধরে। ঘরের ভিতর একটা কম পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে নিষ্প্রভ হয়ে। এক বৃদ্ধা নামাজ পড়ছেন। ইমন অপেক্ষা করে।

বৃদ্ধা নামাজ শেষ করে যায়নামাজে বসে থাকেন। ইমন দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে কিছুক্ষন। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। কাছে যেতেই ওর চোখ পড়ে বৃদ্ধার মুখের উপর। সে পিন্টুর মাকে চিনতে পারে। ওর অবাক হওয়ার পালা। পিন্টুর মা ওর নিজের মায়ের বয়সী। অথচ ওনাকে কত বয়স্কা দেখাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে।

কারে চান? একটা কর্কশ কন্ঠের প্রশ্নে চমকে উঠে ইমন।

আমজাদ, ... মানে পিন্টুকে।

যায়নামাজ থেকে উঠে আসেন বৃদ্ধা খুড়িয়ে খুড়িয়ে। আপনে কে?

খালাম্মা, চিনতে পারছেন না? আমি ইমন।

কোন ইমন?

খালাম্মা, আমি পিন্টুর বন্ধু। মনে নাই আমার কথা? জেলা স্কুলে ওর সাথে পড়তাম। মানে নাই, আমি আর পরিমল আপনার বাসায় পড়ে থাকতাম রাত দিন? কত আদর করতেন আপনি আমাদের। আমার বাবা তরিকুল আলম ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রফেসার।

তুমি ইমন? যেন অনেক দুর থেকে একটা স্বর ভেসে আসে। পিন্টুরে খুঁজতে আইছ? হে ত নাই। হে মইরা গেছে। ভদ্র মহিলা মাটিতে বসে পড়েন। তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রশারিত।

এক দলা কান্না উঠে আসে ইমনের বুক থেকে। কত আশা করে এসেছে সে।

পিন্টু মারা গেছে? কবে? কেমন করে? অধীর হয়ে প্রশ্ন করে সে। কিন্তু কোন উত্তর আসে না। কোন উত্তর না দিয়ে খালাম্মা ভেতরে চলে যান।